পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের

দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

শিক্ষককে ছাত্রের চড়, প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ছাত্রের শাস্তি দাবি করে স্লোগান দেয়। মানববন্ধন কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বলেন, শিক্ষককে মারধর খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমরা শিক্ষক। অথচ আমাদের এক সহকর্মী শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তারা সমবেদনা জানাতে আজকের এই মানববন্ধন কর্মসূচী। আমরা এই ঘটনার তীব্র ঘৃণা ও সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক শিক্ষার্থীর শাস্তির দাবি কামনা করি।

আরেক শিক্ষক নীলিমা বিশ্বাস বলেন, সারা দেশে একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এক ছাত্র তার শিক্ষককে মারধর করেছে। ছাত্র শিক্ষকের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কোথায় পাচ্ছে? এই শিক্ষক এখন কি ভাবে সমাজে মুখ দেখাবে? এই ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচীতে জানানো হয়, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু সেটার ফল যদি এমন হয় তাহলে মেধাবীরা এই পেশায় আসবে না। সেই জায়গা থেকে তারা শিক্ষক সমাজ তাদের সুরক্ষার দাবিও জানান।

প্রসঙ্গত, গত রোববার এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা চলাকালে চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে দশম শ্রেণির এক ছাত্র অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে কর্তব্যরত শিক্ষক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এ সময় শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান ওই ছাত্র। একপর্যায়ে শিক্ষককে চড় দিয়ে সে পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষককে চর থাপ্পর ও লাঞ্চিতর ঘটনায় দামুড়হুদায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্চিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের পাইলট

গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সম্মুখে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিনুল হকের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী সাইফুল আমীন শীর্ষ’র দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো মিরাজুল ইসলাম, দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম, মোক্তারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো বখতিয়ার রহমান, জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো একরামুল হক, বিষ্ণুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো সহিদুল ইসলাম, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো নজরল ইসলাম,কলাবাড়ি রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক আবু বক্কর, আবুল কালাম, আঃরাজ্জাক সহ উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ম্যনেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত রোববার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাইফুল আমীন শীর্ষ সহকারী শিক্ষক মো হাফিজুর রহমান কে চর থাপ্পর ও শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করে।

ঝিনাইদহে নার্সদের ইন্টার্ন ভাতার দাবীতে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন

ইন্টার্নকালীন সময়ে ভাতা প্রদানের দাবীতে ঝিনাইদহে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ রোববার (০১ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইন্টার্ন নার্সেস এসোসিয়েশন।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ইন্টার্ন নার্স ও ইন্টার্নমিডওয়াইফ সেবক-সেবিকারা অংশ নেয়। সেসময় শিক্ষার্থী নাজমুস সাকিব, সুরাইয়া পারভীন রানী, তায়েফ মাহমুদ, তিথি খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, হাসপাতালগুলোতে ইন্টার্নী করার সময় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ভাতা প্রদাণ করেন না। কিন্তু দিন-রাত পরিশ্রম করে সেবা দিতে হচ্ছে তাদের। তাই ইন্টার্ন চলাকালীন সময়ে ভাতা প্রদাণের দাবী জানান তারা। দ্রুত এই দাবী মানা না হলে পরবর্তীতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে। সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করে তারা। এতে ভোগান্তিতে পড়ে হয় রোগীদের।

ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র সাংবাদিকের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সদস্য সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদ ও আসামীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম, রিপোটার্স ইউনিটি, প্রেস ইউনিটি, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ গ্রহন করে।

সেসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান,সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, নিজাম জোয়াদ্দার বাবলু, সাইফুল মাবুদ, দেলোয়ার কবির, আসিফ ইকবাল কাজল।

টেলিভিশন সংবাদিক ফোরামের সভাপতি শিপলু জামান, সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, প্রেস ইউনিটির সভাপতি শাহিদুল এনাম পল্লব, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন মাহমুদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলাকারী প্রধান আসামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানান। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

উল্লেখ, গত বৃহস্পতিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার চালিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে স্থানীয় বখাটে বিপ্লব, ফিরোজসহ অন্যান্যরা। এ ঘটনায় বিপ্লবকে আটক করা হলেও বাকী আসামীরা এখনও আটক হয়নি। মানববন্ধনে প্রেসক্লাবের সভাপাতি এম রায়হান বলেন, সাংবাদিক সাদ্দামের উপর যারা হামলা করেছে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কে তাদের কে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে পুলিশের তৎপরতায় প্রধান আসামী বিপ্লবকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবী জানান।

হরিণাকুন্ডুতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে প্রতারণার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি পাশ অফিস সহকারী দিয়ে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার রিশখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

উজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

আজ রোববার সকালে ওই বিদ্যালয়ের সামনে সড়কের ওপর ঘন্টাব্যাপী এক মানববন্ধনে এই অভিযোগ করেন তারা। এ সময় জাল সনদে ও নীতিমালা বহির্ভুতভাবে কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরি করার অভিযোগ এনে তাদের অপসারণ ও ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের নামে টিআর সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ঘুষ বানিজ্যের অভিযোগও করা হয়। মানববন্ধনে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের অভিভাবক, শিক্ষার্থী, জনপ্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশ নেয়।

জাকিয়া সুলতানা নামে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, তাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করান না। কেরানি দিয়ে তাদের পাঠদান করানো হয়। এতে তাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে।

জাফর ইকবাল নামে এক অভিভাবক দাবি করেন, প্রতিষ্ঠানটির ৩জন শিক্ষক স্থানীয় সামাজিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ ও মরিয়ম নেসা নামে ২জনের নিয়োগ অবৈধ। তারা নীতিমালা বহির্ভুত ও জাল সনদে বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে শিক্ষকতা করছেন।

শহিদুল ইসলাম নামে আরও এক অভিভাবক দাবি করেন, আবুল হাসান, আবুল কালাম আজাদ ও মরিয়ন নেসা নামে তিন শিক্ষক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি। গত ২ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। নির্বাচনে অভিভাবকদের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্যানেলকে সমর্থন না দিয়ে অবৈধভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে তারা ভোটদানে বিরত থাকেন। এর আগেও একই কারনে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। ফলে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি না থাকার কারনে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ দাবি করেন, বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘ বছর ধরে ৩জন শিক্ষক চাকরি করছেন। তাদের দুইজন জাল সনদে এবং একজন নীতিমালা বহির্ভুতভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এছাড়া উজ্জল হোসেন নামে একজন অফিস সহকারীও জাল সনদে চাকরি করছেন। তিনি অফিস সহকারী হয়েও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ক্লাস নেন।

এ বিষয়ে অফিস সহকারী উজ্জল হোসেন ক্লাস নেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে আমি নিয়মিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান ও ৭ম শ্রেণির গণিতের ক্লাস নিই। সহকারী শিক্ষক ও টিআর প্রতিনিধি

আবুল কালাম আজাদ নীতিমালা বহির্ভুতভাবে চাকরি করার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বৈধভাবে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চাকরি করছেন। আর অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে কমিটি গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগও সঠিক নয়।

প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার দে বলেন, যখন ওই শিক্ষকদের নিয়োগ হয় তখন আমি প্রধান শিক্ষক ছিলাম না। তাই তাদের নিয়োগ বৈধ কিনা আমি সেটা বলতে পারছি না। তবে মাঝে মাঝে কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত না হলে কেরানি দিয়ে পাঠদান করানো হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল বারী বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণ অনশন ও মানববন্ধন

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গণ অনশন, গণ অবস্থান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

‘ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই’ স্লোগানকে সামনে নিয়ে গণ অবস্থান সমাবেশে সমাবেশে বক্তারা জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে। দাবিগুলো হলো– জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, সমতলের অধিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন যথাযথ বাস্তবায়, পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য ভূমি কমিশনের যথাযথ কার্যকরী করণ, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, সদস্য সচিব সুব্রত সাহা বাপ্পা, পুজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সঞ্জিত পাল বাপ্পি, সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, মহিলা ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক সাথী বিশ্বাস, সদর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল বিশ্বাস, আহবায়ক কমিটির সদস্য চণ্ডীচরণ হালদার, চন্দনা পাল বাপ্পি, সাহিত্য বিসয়ক সম্পাদক বাঁশরী মোহন দাস, পলাশ পোদ্দার, পবন বিশ্বাস দুলাল কর্মকার প্রমুখ।

দুই দফা দাবিতে কোটচাঁদপুর মাল্টিপারপাস হেলর্থ ভলানটিয়ারের মানববন্ধন

দুই দফা দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন,মাল্টিপারপাস হেলর্থ ভলানটিয়ার (এম এইচ ডি)’রা। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন,এম. এইচ.ভি এ্যাসোসিয়েশন,কোটচাঁদপুর শাখার সভাপতি জিয়াউর রহমান, সাধারন সম্পাদক মুরাদ হোসেন,(এমএইচভি) শিরিনা খাতুন,শাহানাজ পারভীন, অমল হালদার,রানা আহম্মেদ,পিয়াস হোসেন।

তারা বলেন,প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের দোর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তা বেড়ে ১৪.৬৯০ টিতে দাঁড়িয়েছে।

এ সব ক্লীনিক থেকে বাংলাদেশে প্রতিদিন ৬ লক্ষ মানুষ সেবা নিচ্ছেন। বছরে ১৮ কোটি মানুষ সেবা নিয়ে থাকেন বলে জরীপে দেখা গেছে।

ক্লীনিকগুলোয় সেবার মান বৃদ্ধি করতে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিটি বেষ্ট হেলর্থ কেয়ার (সি.বি.এইচ.সি)প্রকল্পের আওতায়

পরীক্ষার মাধ্যমে ১০৭ উপজেলায় মাল্টিপারপাস হেলর্থ ভলানটিয়ার (এম এইচ ডি) নিয়োগ দেন।

ওই সময় কোটচাঁদপুরের ১১ টি কমিউনিটি ক্লীনিকে ৭৭ জন মাল্টিপারপাস হেলর্থ ভলানটিয়ার (এম এইচ ডি) নিয়োগ পান। যা ছিল এক বছরের জন্য। পরে আরো দুই বছর প্রকল্পটি চালু ছিল।

এমএইচভিরা বলেন, সম্প্রতি হঠাৎ করে এক নোটিশে জানতে পারি আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে। এ কারনে প্রকল্পটি পূনরায় চালুর দাবীতে বৃহস্পতিবার মানববন্ধন করা হয়। সিবিএইচসি আওতায় প্রকল্পটি চালু করন ও বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে এ মানববন্ধন করা হয়।

বক্তারা আরও বলেন, এ প্রকল্পটি বন্ধ হলে আমরা আবার বেকার হয়ে যাবো। এ কারনে ২১০০০ হাজার পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রকল্পটি ৩০-০৯-২০২৩ ইং তারিখের পর থেকে পুনরায় চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধন পালনে,বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাল্টিপারপাস হেলর্থ ভলানটিয়ার (এম এইচ ডি)’রা জড়ো হতে থাকেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে। ১০ টায় শুরু হয় মানববন্ধন। যা চলে ঘন্টাব্যাপী। মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন, এ উপজেলায় কর্মরত ৭৭ জন (এম এইচ ভি)।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, তাদের নিয়োগ কোন দিন ছিল না। বাছাই করে তাদের কমিউনিটি ক্লীনিকের আওতায় কাজে দেয়া হয়েছিল। এর জন্য তারা একটা সম্মানি পেত।

আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য চিঠি দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তবে কি কারনে বন্ধ রাখবেন,সেটা সম্পর্কে কোন কিছুই জানাননি ওই চিঠিতে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন শুভ্রা রানী দেব নাথ বলেন,এমএইচভিদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে ছিলেন মন্ত্রণালয়। বন্ধ ও করেছেন মন্ত্রণালয়। এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নাই। এম এইচভিরা কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছে,এটা আপনি জানেন কি,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, করতে পারে। তবে এটা উপজেলা লেবেলে করে লাভ কি। ঢাকায় গিয়ে করুক। যাতে করে বিষয়টি মন্ত্রী সচিবদের নজরে আসে।

সরকারি চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

সরকারি চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে শহরের কবি সুকান্ত সড়কের পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে চাকুরী প্রার্থীদের সংগঠন ৩৫ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতাকর্মী ছাড়াও শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

সেসময় সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় সভাপতি আবুল খায়ের, জেলা শাখার সভাপতি রুবেল হুসাইন, চাকুরী প্রার্থী জনি আহমেদ, মিলি খাতুন, মওদুদ হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, ‘চাকরিতে আবেদনের বয়স ৩৫ বছর করার দাবিতে আমরা প্রায় ১২ বছর ধরে আন্দোলন করছি। কিন্তু এখনো সরকার যৌক্তিক এ দাবি মেনে নেয়নি। বয়স নয়, যোগ্যতাই একজন প্রার্থীর একমাত্র মাপকাঠি। ডিজিটাল হওয়া সত্ত্বেও সোনার বাংলাদেশে চাকরিতে আবেদনের বয়স ৩০ বছরে সীমাবদ্ধ। এটা আমরা কোনোভাবেই মানতে পারি না।’ তাই ২০১৮ সালে বর্তমান সরকারের দেওয়া নির্বাচনী ইশতেহার সরকারি চাকুরীর বয়সসীমা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫ করার দাবী জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী

ফোরামের মানববন্ধন

‘শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ বিচারকদের পদত্যাগ চাই’এই স্লোগান কে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার ২১ আগষ্ট সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর নিমতলা আইনজীবী ভবনের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট মখলেছুর রহমান স্বপন, অ্যাডভোকেট আসাদুল আযম খোকন, অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, অ্যাডভোকেট নাসিম, অ্যাডভোকেট সাইদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট কল্লোল, অ্যাডভোকেট এহান উদ্দীন মনা, অ্যাডভোকেট আল মামুন অনলসহ আইনজীবি পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।